দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 30 ... 1989
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 5 ...

124

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

তাহিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মচারীগণের আত্মীকরণ চাই

বিগত ১৯৮৭ সনের ৫ই মার্চ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির তাহিরপুর উপজেলা সফর কালে তাহিরপুর উচ্চ বিদ্যালয়টিকে সরকারী করার কথা ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপতির ঘোষণার প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়টিকে জাতীয়করণ করার পক্ষে শিক্ষা অধিদপ্তরের এক আদেশ বলে ২৭শে আগষ্ট ১৯৮৭ হতে বিদ্যালয়টির সকল অর্থনৈতিক কাজ কর্মের (যেমন উন্নয়ন মূলক ও ব্যয় বৃদ্ধি জনিত) উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এবং ঐ তারিখ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের যাবতীয় তথ্য বিবরণী প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে যাবতীয় তথ্য বিবরণী প্রেরণ করেন। উল্লেখিত তথ্য বিবরণীর সত্যতা যাচাই এর জন্য মাননীয় মহাপরিচালক, শিক্ষা অধিদপ্তর মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক সুনামগঞ্জ সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সাহেবের নেতৃত্বে জেলা শিক্ষা অফিসার সুনামগঞ্জ ও সহকারী প্রকৌশলী (ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ) সুনামগঞ্জ এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি অত্র বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে ২রা জুন ১৯৮৮ তারিখে রিপোর্ট প্রদান করেন অতঃপর বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ তারিখে প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে সরকার অত্র বিদ্যালয়টিকে ২৭.৮-৮৯ তারিখ হইতে জাতীয়করণ করে নেন। পরে শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত এক আদেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট বিদ্যালয়ে যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দানপত্রের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রি করে দেয়ার কথা বলা হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিগত ২/১১/৮৮ ইং তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বরাবরে বিদ্যালয়ের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দানপত্রের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রি করে দেন। এর পর আসে বিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মচারিগণকে সরকার কর্তৃক আত্মীকরণ এর বিষয়।

কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মচারিগণকে আত্মীকরণ-এর কার্যকরি সম্পন্ন হচ্ছে না। অপরদিকে দীর্ঘকাল যাবৎ সরকারী কল্যাণ ভাতা ছাড়া অন্য কোন বেতন ভাতাদি না পাওয়ায় আমরা অত্র বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষক কর্মচারীগণ সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে ধার কর্জ করে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছি। এমতাবস্থায় আরও কিছুদিন চলতে থাকলে আমাদের অনেককে পৈতৃক ভিটেটুকুও বিক্রি করে দিতে হবে।

এহেন অবস্থার অবসানকল্পে অনন্যোপায় হয়ে আমরা বিদ্যালয়ের দরিদ্র ও অসহায় শিক্ষক/কর্মচারিগন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মাননীয় মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মহোদয়ের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং গভীরভাবে আশা-পোষণ করছি যে, অচিরেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কৃপা দৃষ্টিতে আমাদের এ করুণ অবস্থার অবসান হবে।

তাহিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৬জন শিক্ষক ও কর্মচারী।